

## পাটের নতুন উদ্ভাবন

পাট কাটা, পাট জাগ ও পাট শুকানোর কাজে ব্যস্ত এখন সারা দেশের কৃষক। এ বছর পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হওয়ায় পাট জাগ নিয়ে কৃষককে কোনো অসুবিধায় পড়তে হয়নি। সবেমাত্র নতুন পাট বাজারে আসতে শুরু করেছে। প্রতি মণ পাট দেশের বিভিন্ন হাট-বাজারে বিক্রি হচ্ছে এক হাজার ৪০০ থেকে এক হাজার ৫০০ টাকা দামে। গত বছর প্রতি মণ পাটের দাম ছিল এক হাজার ৫০০ থেকে এক হাজার ৬০০ টাকা। ন্যায্যমূল্য পাওয়ার কারণে এ বছর রাজশাহী অঞ্চলে বেড়েছে পাটের আবাদ। ২০১৩-১৪ মৌসুমে রাজশাহী অঞ্চলে ৩৭ হাজার ৮৮৯ হেক্টর জমিতে হয়েছিল পাটের আবাদ। চার বছরের ব্যবধানে চলতি মৌসুমে রাজশাহী অঞ্চলের চার জেলা - রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁও ও চাঁপাইনবাবগঞ্জে পাটের আবাদ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৮ হাজার ১৫০ হেক্টর। পাটের আবাদ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে উৎপাদন খরচ। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর রাজশাহী আঞ্চলিক কার্যালয়ের তথ্য মতে, ২০১৩-১৪ মৌসুমে রাজশাহী অঞ্চলের চার জেলায় পাট উৎপাদন হয়েছিল ৪ লাখ ৩১ হাজার ৬৭৯ বেল। কৃষকেরা ভালো দাম না পাওয়ায় পরের বছরই কমে যায় পাটের আবাদ। তারপর ২০১৫-১৬ মৌসুমে পাটের দাম বেশি পাওয়ায় চলতি ২০১৬ - ১৭ মৌসুমে রাজশাহী অঞ্চলে ১০ হাজার হেক্টর বেশি জমিতে পাটের চাষ হয়। চলতি মৌসুমে এই অঞ্চলে ৫ লাখ ৭ হাজার বেল পাট উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। কৃষকও কৃষি বিভাগের কর্মকর্তারা বলছেন, রাজশাহী বিভাগে এ বছর লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও বেশি পাট উৎপাদিত হবে। এক সময় রাজশাহী বিভাগের জেলাগুলোতে অর্থকরী ফসল হিসেবে প্রচুর আখের চাষ হতো। রোপণ থেকে মাড়াই পর্যন্ত ১৪ থেকে ১৫ মাস সময় লাগা, উৎপাদন ও পরিবহন খরচ বৃদ্ধি এবং চাষিদের প্রত্যাশা অনুযায়ী আখের মূল্য বৃদ্ধি না করার কারণে কৃষক আখ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং ঝুঁকে পড়েন পাট চাষের দিকে। সোনালি আঁশ দেশের অন্যতম অর্থকরী ফসল হওয়া সত্ত্বেও ধান-চালের মতো এই ফসলের দাম সরকার নির্ধারণ করে দেয় না। ফলে এক শ্রেণির দালাল, ফড়িয়া ও মধ্যস্থত্বভোগীরাই নিয়ন্ত্রণ করে পাটের বাজার। বাজারে পাটের সরবরাহ একটু বাড়লে কমে যায় পণ্যটির দাম। আবার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের পাট বিক্রির সঙ্গে সঙ্গেই বেড়ে যায় পাটের দাম। অনেক সময় পাটকলগুলো চলতি মূলধনের অভাবেও সময় মতো পাট ক্রয় শুরু করতে পারে না। এ জন্য কৃষক পাটের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হন। অতীতে পাটের ন্যায্য মূল্য না পাওয়ার কারণে পাটের স্তূপে আগুন দিয়ে প্রতিবাদ করার অনেক ঘটনাও ঘটেছে এই দেশে।

পাটের জীবন রহস্য উন্মোচনের প্রায় সাত বছরের মাথায় জিন প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে রবি-১ নামে পাটের একটি নতুন জাত উদ্ভাবন করেছেন মাকসুদুল আলমের অনুসারীরা। শুধু উদ্ভাবনই নয়; পাট গবেষণা কেন্দ্রের মাঠে ও কৃষকের জমিতে এটি চাষ করে আশানুরূপ সফলতাও পাওয়া গেছে। নতুন উদ্ভাবিত রবি-১ জাতের তোষা পাটের জাত থেকে কমপক্ষে ২০ শতাংশ বেশি ফলন

পাওয়া গেছে। জাতটির উচ্চতা সাধারণ জাতের চেয়ে ২০ সেন্টিমিটার বেশি। জাতটির জীবনকাল ১০০ দিন, যেখানে সাধারণ তোষা পাটের জীবনকাল ১২০ দিন। এতে কৃষক এই জাতের পাট কেটে উচ্চ ফলনশীল জাতের আমন ধানের চাষ করতে পারবেন অনায়াসে। এই জাতের পাটের আঁশের উজ্জ্বলতা বেশি। তাই বেশি দাম পাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। পাটের আঁশের মান নির্ভর করে

লিগনিনের পরিমাণের ওপর। লিগনিন কম হলে আঁশের মান ভালো হয়। এ জাতের পাটে লিগনিনের পরিমাণও তুলনামূলকভাবে

কম। পাটের এই নতুন জাত নিয়ে বিশ্ব বিখ্যাত জার্নাল ‘নেচারে’ গত জানুয়ারি মাসে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়েছে, প্রচলিত তোষা পাটের জিন কাঠামোর সামান্য পরিবর্তন ঘটিয়ে এই জাতটি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এটি তোষা পাটের চেয়ে গুণে ও মানে ভালো। ২০১০ ও ২০১৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশি বিজ্ঞানী মাকসুদুল আলমের নেতৃত্বে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের একদল বিজ্ঞানী তোষা ও দেশি পাটের জীবন রহস্য উন্মোচন করেন।

গুণগতমানের বীজের অভাব বাংলাদেশে পাট চাষের একটি মৌলিক সমস্যা। এজন্য কৃষকদের নানা সমস্যায় পড়তে হয়। অনেক সময় ভেজাল বীজ ব্যবহারের কারণে অসময়ে ছোট গাছে ফুল আসে। এতে পাটের ফলন মারাত্মকভাবে হ্রাস পায় এবং কৃষক চরম ক্ষতির শিকার হন। বাংলাদেশে উৎপাদিত পাটের শতকরা ৮৫ ভাগ আসে তোষা জাত থেকে। আবার তোষা জাতের জন্য প্রয়োজনীয় বীজের শতকরা ৭০ থেকে ৮০ ভাগ আমদানি করতে হয় ভারত থেকে। ভারত থেকে প্রতিবছর প্রায় পাঁচ হাজার টন তোষা জাতের পাট বীজ আমদানি করতে হয়। কৃষক পর্যায়ে এই বীজ ৩০০ থেকে ৪০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করা হয়। রবি-১ জাতের পাটের বীজ কৃষক নিজেরা উৎপাদন ও সংরক্ষণ করতে পারবেন। এতে প্রায় ২০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীরা।

দেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকার লবণাক্ত জমিতে বিজেআরআই উদ্ভাবিত দেশি পাট-৮ জাতের বাম্পার ফলন হয়েছে এবার। লবণাক্ততার কারণে বছরের পর বছর পরিত্যক্ত থাকা ওই সব জমিতে পাট চাষ করে চাষিরাও খুব খুশি। বিজেআরআই উদ্ভাবিত লবণ সহিষ্ণু দেশি পাট-৮ এখন উপকূলীয় অঞ্চলের চাষিদের নতুন স্বপ্ন দেখাচ্ছে। স্বপ্ন দেখছেন এক ফসলি জমিতে দুই ফসল আবাদের। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, উপকূলীয় সব জেলায় এই পাট আবাদে সরকার কৃষকদের সহযোগিতায় এগিয়ে এলে উপকূলের অর্থনীতিতে পাটবিপ্লব সাধিত হবে, যা ওই অঞ্চলের কৃষকদের অর্থনৈতিকভাবে আরো স্বাবলম্বী করে তুলবে। দেশের উপকূলীয় ১৮টি জেলায় মোট কৃষি জমির পরিমাণ ২৮ লাখ ৬০ হাজার হেক্টর। এর মধ্যে চাষযোগ্য জমি ৩০ শতাংশ, অর্থাৎ ৮ লাখ ৫৮ হাজার। চাষযোগ্য এই জমির মধ্যে ১০ লাখ ৬০ হাজার হেক্টর জমি বিভিন্ন মাত্রার

লবণাক্ততায় আক্রান্ত। দিন দিন ওই লবণাক্ততার পরিমাণ বাড়ছে এবং জমি হারাচ্ছে তার উৎপাদিকা শক্তি। ফলে প্রতিবছর খরিপ-১ মৌসুমে এই বিপুল পরিমাণ জমি পতিত থেকে যাচ্ছে। এই পতিত জমিতে গত দুই বছর ধরে বিজেআরআই উদ্ভাবিত লবণ সহিষ্ণু দেশি পাট-৮ চাষে ব্যাপক সফলতা পেয়েছে কৃষক। লবণ সহিষ্ণু আমন ধান চাষে সফলতার পর পাট চাষের এই সফলতা কৃষকদের নতুন করে আশাবাদী করে তুলছে। এখন কৃষক লবণাক্ত জমিতে পাট ও আমন- দুটি ফসলই চাষ করতে পারবেন। এমন একটি সময়ে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ত জমিতে পাট চাষের সফলতা এসেছে, যখন দেশে ১৭টি পাট পণ্যে পাটের ব্যাগ ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এতে যে অতিরিক্ত ২০ থেকে ২২ লাখ বেল পাটের চাহিদা তৈরি হয়েছে, তা দক্ষিণাঞ্চলে পাট আবাদের মাধ্যমে পূরণ করা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশে প্রতিবছর গড়ে ৬০ থেকে ৬৫ লাখ বেল পাট উৎপাদিত হয়। এর মধ্যে দেশের ভেতর ব্যবহার হয় ৩০ থেকে ৩৫ লাখ বেল এবং বাকি পাট পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রফতানি করা হয়। রফতানি উন্নয়ন ব্যুরোর পরিসংখ্যান অনুসারে গত অর্থবছরে ৯৬ কোটি ৪৮ লাখ ডলার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে পাট রফতানি হয়েছে ৯৬ কোটি ২৮ লাখ মার্কিন ডলার, যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১৬ শতাংশ কম। তবে এর আগের বছর ২০১৫-১৬ অর্থবছরের তুলনায় রফতানি বেড়েছে ৪ দশমিক ৬৬ শতাংশ। সুতরাং, পাটের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারে পণ্যটির গুণগতমান ও অভ্যন্তরীণ ব্যবহার বাড়ানো এবং এর বহুমুখী ব্যবহারসহ নতুন নতুন বিশ্ববাজার অনুসন্ধানের সময় আমাদের হাতছানি দিচ্ছে। একে কাজে লাগিয়ে আমরা আবার আমাদের হারানো গৌরবকে ফিরিয়ে আনতে পারি এবং তা শতভাগ সম্ভব।

সূত্রঃ protidinersangbad.com